আল্লাহর রহমতের

অধিকারী বানানোর আমল

01-June-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সাদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, একদিন **মক্কী মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, এমন সময় হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সামনে অগ্রসর হয়ে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হোক, আজ আপনার চেহারা মোবারকে খুশি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।" ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় এখনি জিব্রাঈল আমিন (عَلَیْہِ السَّلَام) আমার নিকট এসেছিলো এবং তিনি বললেন: **"হে মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদে পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার আমল নামায় দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং দশটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন আর দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।" (আল কওলুল বদী, ২৪২ পৃষ্ঠা)

উন পর দরূদ জিন কো কাসে বে কাসাঁ কাহেঁ, উন পর সালাম জিন কো খবর বেখবর কি হে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

চরণটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

আমরা আমাদের ঐ **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করি, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং আমরা আমাদের ঐ **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করি, যিনি আমরা উদাসীনদেরও খবরাখবর রাখেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের ঘটনাবলী, রহমত অর্জনের পদ্ধতি এবং **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে শ্রবণ করবো। আসুন! সর্বপ্রথম একটি রহমতেভরা কাহিনী শ্রবণ করি:

জান্নাতে প্রবেশাধিকার আল্লাহ্ তাআলার দয়াতেই হবে:

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **হুযুর নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: "এখনি আমার নিকট আমার বন্ধু জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এসেছিলো এবং বললো: "হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যরূপে প্রেরণ করেছেন! **আল্লাহ্ তাআলা**র এক বান্দা সমুদ্রের মাঝে একটি পাহাড়ের চূড়ায় ৫০০ (পাঁচ শত) বছর পর্যন্ত ইবাদত করেছে, এই পাহাড়ের দৈর্ঘ্য ৩০ হাত ও প্রস্থ ৩০ হাত ছিলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য আঙ্গুলের সমান একটি মিষ্ট পানির নদী প্রবাহিত করতো, যাতে ধীরে ধীরে মিষ্ট পানি প্রবাহিত হতো এবং পাহাড়ের নিচে জমা হয়ে যেতো আর প্রতিটি রাতে আনারের (ডালিম) গাছে একটি আনার ফলতো, যখন রাত হতো তখন সে নিচে নেমে আসতো, ওযু করতো এবং সেই আনার নিয়ে খেয়ে নিতো, অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যেতো, সে মৃত্যুর সময় **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট প্রার্থনা করলো যে, "তিনি যেন সিজদা অবস্থায় তার জান কবজ করেন, এমনকি (কিয়ামতের দিনও) তাকে যেন সিজদা অবস্থায় উঠানো হয়।"

হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: যখন তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে আর সে **আল্লাহ্ তাআলা**র সম্মূখে দন্ডায়মান হবে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার সম্পর্কে ইরশাদ করবেন: "আমার বান্দাকে আমার অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।" সে আরয করবে: "**হে আমার প্রতিপালক!** বরং আমার আমল দ্বারা কেন নয়।" **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করবেন: "আমার বান্দাকে আমার অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।" সে আবারো আরয করবে: "হে আমার **পরওয়ার দিগার**! বরং আমার আমল দ্বারাই বা কেন নয়।" তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদের ইরশাদ করবেন: "আমার বান্দার আমলকে আমার প্রদানকৃত নেয়ামত সমূহের সাথে তুলনা করো।" তখন চোখের নেয়ামত তার ৫০০ বছরের ইবাদতকে ঘিরে নিবে এবং বাকী শরীরের নেয়ামত সমূহ এর তুলনায় অধিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করবেন: "আমার বান্দাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দাও।" তখন তাকে জাহান্নামের দিকে টানা হবে, সে চিৎকার করবে: "হে **পরওয়ার দিগার**! আমাকে তোমার অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।" তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করবেন: "তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।" অতঃপর তাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দন্ডায়মান করানো হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** তার নিকট নিজের নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, যা তাকে সমুদ্রের মাঝখানে উচু পাহাড়ে দান

www.dawateislami.net

করা হতো। তখন সে আরয করবে: "হে আমার **পরওয়ার দিগার**! এসব কিছু তুমিই করেছো।" **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করবেন: "এসব কিছু আমারই তো দয়া ও অনুগ্রহ এবং আমি আমার অনুগ্রহেই তোমাকে জান্নাতেও প্রবেশ করাচ্ছি। অতঃপর তাকে **আল্লাহ্ তাআলা** জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: "হে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নিশ্চয় সকল বস্তু **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া দ্বারাই চলছে।"

(মুস্তাদরিক আলাস সহীহাইন, কিতাবুত তাওবা ওয়াল আনাবাহ, ৫ম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৭১২)

গুনাহগার তলবগারে আফূ ও রহমত হে,
আযাব সাহনে কা কিস মে হে হোচলা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পাঁচশত (৫০০) বছরের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ধারাবাহিক ইবাদতকারী নেক ব্যক্তির সাথেও **আল্লাহ্ তাআলা** ন্যায়পরায়নতা প্রদর্শন করাতে সেই ব্যক্তি জাহান্নামের হকদার হয়ে গেলো এবং অবশেষে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহের সদকাই তার কাজ হয়ে গেলো, এই কাহিনী থেকে এই মাদানী ফুল অর্জিত হলো যে, কোন ব্যক্তি যতই আবিদ ও যাহিদ (অর্থাৎ ইবাদত গুজার) হোক না কেন, তার সেই আমলের উপর ভরসা করার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহের প্রতিই দৃষ্টি রাখা উচিৎ, এটাই তার সফলতার জামানত স্বরূপ। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ খুবই হচ্ছে ব্যাপক, তিনি কাউকেও নিরাশ ফিরিয়ে দেন না বরং বড় বড় গুনাহগারের অসংখ্য গুনাহও ক্ষমা করে দেন। পারা ২৫ সূরা শুরার ২৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَهُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ یَعْفُوْا عَنِ السَّیِّاٰتِ وَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

(পারা ২৫, সূরা শুরা, ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তিনিই, যিনি আপন বান্দাদের তাওবা কবূল করেন ও পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং জানেন যা কিছু তোমরা করো;

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ অগণিত ও অশেষ, **তাঁর** গুনাহগার বান্দা দিন-রাত **তাঁরই** নাফরমানি করতে থাকে, **তাঁর** হক সমূহ লঙ্ঘন করাতেও অনুতপ্ত হয় না, কিন্তু তারপরও সেই দয়ালু প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা**

www.dawateislami.net

আমাদের ধারাবহিক ভাবে সুযোগ দিতেই থাকেন এবং যদি আমরা সত্যিকারভাবে তাওবা করে নিই তবে আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে দয়া ও অনুগ্রহের বর্ষন করে এই গুনাহ সমূহকেও নেকীতে পরিবর্তন করে দেন। আমাদেরও গুনাহ থেকে বিরত থেকে নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ, মানবীয় জৈবিক চাহিদার কারণে যদি কোন গুনাহ হয়েও যায় তবে তাওবা করাতেও দেরী করা উচিৎ নয় এবং **তাঁর (আল্লাহ্ তাআলার)** প্রতি সুধারণা রেখে ক্ষমা লাভের আশা করা উচিৎ, যেমনিভাবে-

অনুগ্রহশীলদের চেয়েও বড় অনুগ্রহশীল

এক গ্রাম্য ব্যক্তি **রিসালতের** দরবারে আরয করলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সৃষ্টির হিসাব কে গ্রহণ করবেন?" ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা।"** সে আরয করলো: "তিনি কি নিজে তা গ্রহণ করবেন?" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ।" তখন গ্রাম্য লোকটি মুচকি হাসলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার কাছে মুচকি হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে আরয করলো: "দয়াময় যখন কারো উপর ক্ষমতায় বসেন, তখন ক্ষমাই করে দেন, যখন হিসাব নেন তখন মার্জনাই করে দেন।" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "গ্রাম্য লোকটি সত্যই বলেছে, জেনে নাও! **আল্লাহ্ তাআলার** চেয়ে বড় দয়াবান কেউ নেই, তিনি সব দয়াবানের চেয়েও বড় দয়াবান।" **(হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৬৩৭ পৃষ্ঠা)**

অতঃপর সেই গ্রাম্য লোকটি কয়েকটি পংক্তি পাঠ করলো, যার সারমর্ম কিছুটা এরকম:

(১) দয়াময়ের হক যখন কোন ব্যক্তির সাথে নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন তিনি আপন সম্মান ও মর্যাদার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেন।

(২) তিনি অবাধ্যদের অপরাধও ক্ষমা করে দেন। অথচ তারা অত্যন্ত গুনাহ্গার এবং অপরাধী হিসাবে স্বীকৃত।

মে নে মানা কেহ সব সে বুরা হোঁ, কিস কা হোঁ? তেরা হোঁ মে তেরা হোঁ।
নায রহমত পে মুঝ কো বাড়া হে, ইয়া খোদা! তুঝ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরকেও আমাদের পালনকর্তা, সর্বদা রহমত অবতীর্ণকারী, বিপদ থেকে রক্ষাকারী এবং আমাদের ক্ষমা ও মার্জনাকারী প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি সর্বদা কল্যাণের আশা এবং সুধারণা রাখা উচিৎ। মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। **তাঁর** অনুগ্রহ থেকে কখনো নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়, সেই ক্ষমতাশীল যাকে চান, যেভাবে চান দান করেন, তিনি চাইলে কোন একটি গুনাহের কারণে আমাদের গ্রেফতার করে নিবেন এবং চাইলে একটি নেকীর কারণেই **তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা ও মার্জনা করে দিবেন। **আল্লাহ্ তাআলা** গুনাহগারদের উৎসাহ চাড়ানোর জন্য তাদের ক্ষমার সুসংবাদ শুনাতে গিয়ে পারা ২৪ সূরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

(পারা ২৪, সূরা যুমার, ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, হে আমার ওই বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করেছো, **আল্লাহ্**র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় **আল্লাহ্** সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ সবার জন্যই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহের কোন সীমা নেই এবং **তাঁর** অনুগ্রহ নেককার ও গুনাহগার সবার নিকটই পৌঁছে থাকে, বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের মুনাজাতে (দোয়া) আরয করেন: **"হে আমার প্রতিপালক!"** **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "لَبَّيْكَ يَا مُوْسٰى! তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করলেন: **"হে আল্লাহ্!** তুমি তো মালিক, আমার কিইবা মূল্য যে, তুমি আমাকে লাব্বাইক বলে উত্তর দেবে।" তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: "আমার এটি পছন্দ যে, কোন বান্দা আমাকে **"ইয়া রব" (হে আমার প্রতিপালক)** বলে ডাকবে, তখন আমি তাকে **"লাব্বাইক"** বলে উত্তর দিবো।" হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আরয করলেন: **"ইয়া রব!** এটি কি প্রত্যেক অনুগত বান্দার জন্যই?" ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! বরং প্রত্যেক গুনাহগার বান্দার জন্যই।" তখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করলেন: "অনুগতদের জন্য

www.dawateislami.net

তো তাদের আনুগত্যের কারণে, কিন্তু গুনাহগারদের জন্য এই অনুগ্রহ কি কারণে?” তখন উত্তরে ইরশাদ করলেন: “হে মূসা! যদি আমি সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান দিই আর অসৎ কর্মশীলদেরকে যদি তাদের অপকর্মের কারণে অনুগ্রহ না করি, তবে আমার পরম দয়া ও অনুগ্রহ কাদের জন্য?”

(হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

লাজ রাখলে গুনাহ গারোঁ কি নাম রহমান হে তেরা ইয়া রব!
আইব মেরে না খোল মাহশার মে নাম সাত্তার হে তেরা ইয়া রব!
রে সবব বখশ দে না পুছ আমল নাম গাফ্ফার হে তেরা ইয়া রব!
سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ عَلٰی غَضَبِیْ তুনে যব সে সুনা দিয়া ইয়া রব!
আসরা হাম গুনাহগারোঁ কা অউর মজবুত হো গেয়া ইয়া রব!

(যওকে নাত, ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত একটি ভুল ধারণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** বান্দার প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বান্দা **তাঁর** অবাধ্যতা করতেই থাকবে, **তাঁর** বিধানাবলীর প্রতি আমল করাতে অলসতা করবে এবং তারপরও অনুগ্রহের প্রতি আশাবাদিও থাকবে। জেনে শুনে নামায কাযা করতে থাকবে এবং এরূপ মনে করবে যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ খুবই বড়, শরীয়তের বিনা অপরগতায় রমযানুল মোবারকের ফরয রোযা জেনে শুনে ছাড়তে থাকবে এবং এরূপ মানসিকতা বানিয়ে রাখবে যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ অনেক বড়, **আল্লাহ্ তাআলা** অনুগ্রহে ক্ষমা ও মার্জনার আশা অবশ্যই থাকা চাই, কিন্তু পাশাপাশি নেক আমলও করা উচিৎ। **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ সম্পর্কে মানুষের মাঝে এই ভুল ধারণা পাওয়া যায় যে, সাধারণত গুনাহগার ও বে-আমল লোকেরা **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ ও বদান্যতাকে দলিল বানিয়ে নিজের পরিণতি সম্পর্কে নিভীক ও বেপরোয়া হয়ে যায় এবং এরূপ বলে থাকে যে, আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে আযাব দেবেন না, **তাঁর** দয়া খুবই ব্যাপক, আমরা যদি কিছু গুনাহ করেও নিই তবে **তাঁর** দয়ার ভান্ডার কমবে না, ইত্যাদি। মনে রাখবেন! এরূপ ধারণা পোষনকারীকে হাদীস শরীফে বোকা বলা হয়েছে।

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বুদ্ধিমান হচ্ছে সেই, যে নিজের নফসকে নিজের অনুগত বানিয়ে নেয় এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়, আর নির্বোধ হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজের কুপ্রবৃত্তি অনুযায়ী চলে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহের প্রতি (উত্তম) আশাও রাখে। **(মিশকাত, ৩য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫২৭৯)**

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মাআয রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "কোন বোকামী এর চেয়ে বড় হবে না যে, মানুষ দোযখের বীজ বপণ করে এবং জান্নাতের ফসল কাঁটার আশা রাখে, কাজ গুনাহগারদের মতো করবে এবং মর্যাদা নেককারদের মতো আশা করবে।" **(কিমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮১১ পৃষ্ঠা)**

মেরে গর ছে গুনাহ হে হদ সে সোয়া মগর উন সে উমি'দ হে তুঝ সে রজা,
তু রহীম হে উন কা করম হে গোয়া ওহ করীম হে তেরী আতা কি কসম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহের পরও **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহে ক্ষমা লাভের আশা করার একটি ক্ষতি এটাও হয় যে, মানুষ গুনাহের প্রতি নির্ভীক হয়ে যায় এবং গুনাহের পর শয়তানের পক্ষ থেকে এরূপ মজার মজার বাক্য গ্রহণ করার অভ্যাস, পূর্বের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে ভবিষ্যতে গুনাহ করার সাহস সৃষ্টি হয়ে যায়। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো যে, এরূপ ব্যক্তির উপদেশ মূলক বাক্য খারাপ লাগবে এবং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ এরূপ ব্যক্তি কখনোবা আযাব সম্বলিত আয়াত ও হাদীস শরীফের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দেয়। মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব, কিন্তু সেই দয়াকে দলীল বানিয়ে গুনাহে লিপ্ত থাকা খারাপ কাজ।

অতি আত্মবিশ্বাস থেকে বের হওয়ার দু'টি পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই অতি আত্মবিশ্বাস থেকে বের হয়ে আসতে এভাবে চিন্তা করুন যে, যদি অবস্থা এরূপই হতো যে, একজন গুনাহগারকে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় ক্ষমাই করে দেয়া হতো তবে হাজারো মুসলমান কবরের আযাবে কেন লিপ্ত হচ্ছে বা হবে। এছাড়াও মনের মধ্যে এটা গেঁথে নিন যে, আম্বিয়ায়ে

www.dawateislami.net

কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে এজামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চেয়ে বেশি **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস কারোই হতে পারে না, এরপরও এই নেককার ব্যক্তিত্বরা ইবাদত ও তিলাওয়াত এবং নেক আমলের আধিক্যে কখনো অলসতা করতেন না, আমাদের **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বেশি কেইবা **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে মকবুল হতে পারে কিন্তু তারপরও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ রাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। যেমনিভাবে-

কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন; **নূরের আধার, রাসূলদের সর্দার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতে উঠে নামায আদায় করতেন, এমনকি **তাঁর** মোবারক পাগুলো ফোলে গেলো। আমি আরয করলাম: "আপনি এমন করেন কেন? অথচ **আল্লাহ্ তাআলা** আপনারই কারণে আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" তখন **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি কি **আল্লাহ্ তাআলা**র কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়াকে পছন্দ করবো না।"

(বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাবু কিয়ামুন নবী..., ১ম খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, নম্বর-১১৩০)

রোতা হে জু রাতোঁ কো উম্মত কি মুহাব্বত মে,
ওহ শাফেয়ে মহশার হে সরদার মদীনে কা।
রাতোঁ কো জু রোতা হে অউর খাক পে সু'তা হে,
গম খোয়ার হে, সা'দা হে মুখতার মদীনে কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমাদের নেক আমল করার পাশাপাশি গুনাহ থেকে বিরত থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহে ক্ষমা লাভের আশাও রাখা উচিৎ এবং **তাঁর** গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সর্বদা ভয় করা উচিৎ। আসুন! এবার কতিপয় এমন নেক আমল সম্পর্কে শ্রবণ করি যে, যার বরকতে বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া পাওয়ার হকদার হয়ে যায়:

www.dawateislami.net

(১) আল্লাহ্ তাআলার যিকির করা

আল্লাহ্ তাআলার বদান্যতার অধিকারী হওয়ার একটি আমল হলো **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির করাও, **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির অন্তরের প্রশান্তি, **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকিরে অসুস্থতা এবং দুঃখ দূর্দশা থেকে মুক্তি নসীব হয়, **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকিরে অভাব দূর হয় এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকিরকারী সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহের ছায়ায় থাকে, **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে; **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "যখন কোন বান্দা আমার যিকির করে, তখন আমি তার সাথে থাকি, যদি সে আমাকে একাকিত্বে স্মরণ করে তখন আমিও তাকে একাকিত্বে স্মরণ করি আর যদি সে আমার আলোচনা কোন সমাবেশে করে তবে আমিও এর চেয়ে উত্তম সমাবেশে তার আলোচনা করি, যদি সে এক বিগত পরিমান আমার নিকটবর্তী হয় তবে আমার বদান্যতা তার দিকে একহাত নিকটবর্তী হয় এবং যদি সে একহাত আমার নিকটবর্তী হয় তবে আমার বদান্যতা তার দিকে দু'হাত নিকটবর্তী হয়ে যায় আর যদি সে আমার নিকট হেঁটে আসে তবে আমার বদান্যতা তার দিকে দৌঁড়ে এসে থাকে।" (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু কওলুল্লাহি তাআলা..., নম্বর- ৭৪০৫, ৪র্থ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

কাশ লব পর মেরে রাহে জারী, যিকির আটোঁ পেহের তেরা ইয়া রব!
চশমে তর অউর কলবে মুযতার দেয়, আপনি উলফত বি মুহ ফিলা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) খোদাভীতি

আল্লাহ্ তাআলার বদান্যতার অধিকারী (রহমতের হকদার) হওয়ার আরো একটি আমল হলো খোদাভীতি, খোদাভীতির বরকতে গুনাহ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়, খোদাভীতি দ্বারা আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি হয়, খোদাভীতি সম্পন্নদের দু'টি জান্নাত অর্জিত হবে, খোদাভীতি সম্পন্নদের সবুজ মুক্তোর মহল দান করা হবে, খোদাভীতিতে ঝরা অশ্রু চেহারার যেই অংশে প্রবাহিত হয়, তা জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা নদর বিন সাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যখন কারো চোখ থেকে খোদাভীতির কারণে অশ্রু প্রবাহিত হয় তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার চেহারাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। যদি সেই অশ্রু তার চোয়াল বয়ে যায়,

www.dawateislami.net

তবে কিয়ামতের দিন না সে অপদস্থ হবে, না তার সাথে কোন অত্যাচার করা হবে। আর যদি কোন বিষন্ন ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে কিছু লোকের মাঝে কান্না করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার কান্নার কারণে সেই লোকদের উপরও দয়া করেন। অশ্রু ব্যতিত সকল আমলের ওজন করা হবে এবং অশ্রুর এক ফোঁটা আগুনের সমুদ্রকে নিভিয়ে দিয়ে থাকে।

(মওসুআতু লিল ইমাম আবীদ দুনিয়া, কিতাবুর রিক্কা ওয়াল বাকা, হাদীস নং-১৪, ৩য় খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

মেরে আশক বেহতে রাহে কাশ হার দম, তেরে খোউফ সে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!
তেরে খোউফ সে তেরে ডর সে হামেশা, মে থড় থড় রাহোঁ কাঁপতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) কোরআনে করীমের তিলাওয়াত

আল্লাহ্ তাআলার বদান্যতার অধিকারী (দয়া পাওয়ার) হওয়ার আরো একটি আমল হলো কোরআনে করীমের তিলাওয়াত। কোরআনে করীম হচ্ছে **আল্লাহ্ তাআলা**র ওহী, এটি হলো **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য এবং হেদায়তের সমষ্টি, এটি কিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবে, কিয়ামতের দিন তিলাওয়াত কারীর কোন ভয় থাকবে না, তার কাছ থেকে কোন হিসাব নিকাশ নেয়া হবে না, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত হচ্ছে উত্তম ইবাদত এবং রহমত ও বরকত বর্ষণের উপায়, যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "যে ঘরে কোরআন পাঠ করা হয়, তা সেখানে অবস্থানকারীদের উপর প্রশস্থ হয়ে যায়, তার কল্যাণ অগণীত হয়ে থাকে, তাতে (সে ঘরে) ফিরিশতা উপস্থিত হয় এবং শয়তান তা (সে ঘর) থেকে বের হয়ে যায়।" **(ইহইয়াউল উলুম (অনুদিত) ১ম খন্ড, ৮২৬ পৃষ্ঠা)**

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে সম্প্রদায় **আল্লাহ্ তাআলা**র ঘরের মধ্য থেকে কোন একটি ঘরে **আল্লাহ্ তাআলা**র কিতাব তিলাওয়াত করা এবং শিক্ষা ও শেখানোর জন্য একত্রিত হয়, তবে তার উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাকে রহমত ঢেকে নেয়, ফিরিশতা তাকে (নিজের ডানা দ্বারা) ছুঁয়ে দেখে এবং **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদের সামনে তার আলোচনা করেন।"

(মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, বাবু ফদলিল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কোরআন, নম্বর-৬৮৫৩, ১১১০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দেয় শওকে তিলাওয়াত দেয় যওকে ইবাদত, রাহোঁ বা ওযু মে সদা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) মসজিদের প্রতি ভালবাসা

আল্লাহ্ তাআলার বদান্যতার অধিকারী হওয়ার (রহমত পাওয়ার) আরো একটি আমল হলো মসজিদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, হাদীসের পাকে বর্ণিত রয়েছে: "مَنْ اَلِفَ الْمَسْجِدَ اَلِفَهُ اللهُ অর্থাৎ যে মসজিদকে ভালবাসে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে **তাঁর** প্রিয় বানিয়ে নেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, বাবু লাযুমিল মাসাজিদ, নম্বর-২০৩১, ২য় খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা) মসজিদে যাওয়া, **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত করা, যিকির ও দরূদে লিপ্ত থাকার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত অবতীর্ণ হয়। যেমনিভাবে-

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মসজিদ প্রত্যেক পরহেযগারের ঘর স্বরূপ এবং যার ঘর মসজিদ হয় **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে নিজের রহমত, সন্তুষ্টি এবং পুলসিরাতে নিরাপত্তার সহিত অতিক্রম করিয়ে আপন সন্তুষ্টির ঘর জান্নাতের জামানত প্রদান করেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, বাবু লাযুমিল মাসাজিদ, ২য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর-২০২৬) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন কোন বান্দা যিকির ও নামাযের জন্য মসজিদকে ঠিকানা বানিয়ে নেয়, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি এমনভাবে খুশি হন, যেমনিভাবে মানুষ তার হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে নিজের নিকট কাছে আসাতে খুশি হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, বাবু লিযুমিল মাসাজিদ, নম্বর-৮০০, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)

হো জায়েঁ মওলা মসজিদেঁ আবাদ সব কি সব, সব কো নামাযি দেয় বানা ইয়া রব্বে মুস্তফা!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলার দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ

(১) গুনাহের কারণে আল্লাহ্ তাআলার দয়া থেকে বঞ্চিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ার অধিকারী বানানোর আমল সম্পর্কে শুনছিলাম যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির করা, খোদাভীতি রাখা,

www.dawateislami.net

কোরআনের তিলাওয়াত করা, মসজিদ সমূহের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, এতে নামায পড়া ইত্যাদি এমন আমল, যার বরকতে বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ার অধিকারী হয়ে যায়। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরও নেক আমল করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক, কেননা গুনাহের ভয়াবহতায় বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমনিভাবে-

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আলাভী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **"আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ার দৃষ্টি হতে বঞ্চিত হওয়া এবং **তাঁর** অসন্তুষ্ট হওয়ার নিদর্শন হলো; বান্দা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। (রিসালাতিল মুযাকারা মাআল আখওয়ানিল মুহিব্বিন মিন আহলিল খাইর ওয়ালিদিন (অনুদিত), ৪৩ পৃষ্ঠা) এবং গুনাহের একটি ভয়াবহতা এটাও যে, বান্দা অন্যান্য গুনাহে পড়ে যায়, সুতরাং গুনাহ হোক তা ছোট বা বড়, তা থেকে বাঁচাতেই নিরাপত্তা, হযরত সায়্যিদুনা বিলাল বিন সাআদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: গুনাহের ছোট হওয়াকে দেখো না, বরং এটা দেখো যে, তুমি কার অবাধ্যতা করছো।" (আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, মুকাদ্দামাতি ফি তারিফিল কাবীরা, খাতিমা ফিত তাহজির..., ১/২৭) যদি গুনাহের ইচ্ছা করার সময় আমাদের এই মাদানী ভাবনা নসীব হয়ে যায় যে, আমি যেই দয়াময় **রব তাআলা**র অবাধ্যতা করছি, তিনি তো সর্বাবস্থায় আমাকে দেখছেন, তখন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক গুনাহ থেকে মুক্তি নসীব হয়ে যাবে। মনে রাখবেন! সকল গুনাহই **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ, আসুন! এর মধ্যে কয়েকটি গুনাহ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

(১) পিতামাতার অবাধ্যতা

আল্লাহ্ তাআলার দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি কারণ হলো পিতামাতার অবাধ্যতা করা, তাদের কষ্ট দেয়া, তাদের সেবা করা থেকে বঞ্চিত থেকে নিজের ক্ষমা ও মার্জনা না করাও। **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "(জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করেন:) যে তার পিতামাতা বা দু'জনের কোন একজনকে পেলো, কিন্তু তাদের সাথে সদ্যবহার করলো না এবং জাহান্নামে প্রবেশ করলো তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে নিজ দয়া থেকে দূরে করুন। তখন আমি বললাম: আমীন।" (আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং-১২৫৫১, ১২তম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কিস কে দর পর মে যাওঙ্গা মওলা, গর তু নারায হো গেয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! (**আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে) পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন, এর দ্বারা জানা গেলো যে, পিতামাতার সেবা করা খুবই প্রয়োজন। পিতামাতার সাথে সদাচরণ হলো যে, এমন কোন কথা না বলা এবং এমন কোন কাজ না করা যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ এবং নিজের শরীর ও সম্পদ দ্বারা তাদের অধিক পরিমানে খেদমত করুন, তাদের ভালবাসুন, তাদের সাথে উঠা বসা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা এবং অন্যান্য সকল কাজে তাদের আদব করুন, তাদের খেদমতের জন্য নিজের সম্পদ তাদেরকে খুশি মনে প্রদান করুন আর যখন তাদের প্রয়োজন তখন তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে যান। (সীরাতুল জিনান, ১ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

আমাদেরও উচিৎ যে, নিজের পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করা এবং শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকেই তাদের সন্তুষ্ট করার সকল চেষ্টা করা, কেননা তাদের সন্তুষ্টিই হচ্ছে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিই হলো **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টি।

দিল দুখানা ছোড় দেঁ মা বাপ কা, ওয়ারনা হে ইচ মে খাসারা আ'প কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

আল্লাহ্ তাআলা দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার আরো একটি কারন হলো আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। সুতরাং নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ার অধিকারী করতে এবং নিজের ঘর ও সমাজকে প্রশান্তির নীড় বানাতে নিজের নিকত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার অভ্যাস গড়ুন আর যেভাবেই সম্ভব হোক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন, কেননা অন্যান্য গুনাহের শাস্তি তো শুধুমাত্র গুনাহ সম্পাদন কারীরই উপর আসে কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহতার কারণে পুরো সম্প্রদায়ই **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একবার **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করছিলেন, এর মধ্যে বলেন: সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আমাদের এই মাহফিল থেকে উঠে যাও। এক যুবক উঠে তার ফুফুর নিকট গেলো, যার সাথে তার কয়েক বৎসরের পুরোনো ঝগড়া ছিল, উভয়ে যখন একে অপরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, তখন ফুফু ঐ যুবককে বললো: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করো, এরূপ কেন বলা হলো? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এই ঘোষণার হিকমত কী?) যুবকটি উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলো তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এরূপ শুনেছি: "যে সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকে, সে সম্প্রদায়ের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত অবতীর্ণ হয় না।" **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)**

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যে সম্প্রদায়ে এক ব্যক্তি তার আত্মীয়ের অধিকার নষ্ট করলো এবং অপরজন তাকে এই গুনাহের জন্য সাহায্য করলো বা ক্ষমতা থাকা সত্বেও এই অত্যাচারকে প্রতিহত করলো না, তবে সেসব লোক দয়া থেকে বঞ্চিত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫২৯)**

সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমরা আমাদের আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা আর যাদের মধ্যে মনোমালিন্য রয়েছে তাদের মিলিয়ে দেয়া এবং ভবিষ্যতে কারো সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন না করা।

ভাই হক মত মারনা ঘর বার কা, ওয়ারনা হোগা মুস্তাহিক তু নার কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৪) অহঙ্কার করে কাপড় হেঁচড়ানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহঙ্কার করে লুঙ্গি, জামা এবং পাগড়ীর কাপড় হেঁচড়ানোও **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি কারণ, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় বাণী হচ্ছে: ঝুলানো লুঙ্গি, জামা এবং পাগড়ীতেও হতে পারে। যে অহঙ্কারের কারণে এর মধ্য হতে কোন কিছুই হেঁচড়াবে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন না।

(আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, ৪/৮৩, হাদীস নং-৪০৯৪)

www.dawateislami.net

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শুধুমাত্র নিচু লুঙ্গিই মাকরূহ ও নিষেধ নয় বরং পাগড়ীর শিমলা, জামার আচলও যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নিচে হয় তবে তাও নিষেধ এবং এতেও সেই সতর্ক বাণী। তিনি আরো বলেন: পাগড়ীর শিমলা অর্ধ পিট পর্যন্ত হতে পারে, অনেকে এরচেয়েও নিচে রাখে, এটা নিষেধ আর জামার প্রান্ত অনেকে গোড়ালীর নিচে রাখে (এটাও) নিষেধ।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১০২)

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: লুঙ্গি গোড়ালীর নিচে রাখা যদি অহঙ্কার বশত হয় তবে হারাম এবং এই অবস্থায় নামায মাকরূহে তাহরীমি, নয়তো শুধু মাকরূহে তানযিহি আর নামাযেও তা একেবারে পূর্ববর্তীদের পরিপন্থি। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার লুঙ্গি ঝুলে পড়ে, যতক্ষন পর্যন্ত আমি এর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য না রাখি। ইরশাদ করলেন: "لَسْتَ مِمَّن يَّصْنَعَهُ خُيَلَاءَ অর্থাৎ তুমি তাদের মধ্যে নও যারা অহঙ্কার বশত এরূপ করে।" **(বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবু ফি জারাযা'রাহু মিন গাইরে খিলাআ, ৪/৪৫, হাদীস নং-৫৭৮৪)**

উজুব ও তাকাব্বুর অউর বাঁচা হুব্বে জাহ ছে,
আয়ে না পাস তক রিয়া ইয়া রব্বে মুস্তফা! **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আমাদের গুনাহ থেকে বাঁচার এবং বুযুর্গদের চরিত্রকে নিজের মাঝে সাজিয়ে নেয়ার মানসিকতা দিয়ে থাকে এবং বুযুর্গদের ভক্তি ও ভালবাসা মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাদের ওরশ উদযাপণ করা এই মাদানী সংগঠনের একটি উজ্জল বৈশিষ্ট্য। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ রমযানের বরকতময় মাস আমাদের মাঝে চলমান এবং এই রমযানুল মোবারকের **১০ম** তারিখ উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ওরশের দিন, সুতরাং এরই প্রসঙ্গে বরকত অর্জন এবং অনুগ্রহ বর্ষনের উদ্দেশ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত বরকতময় আলোচনা শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

সায়্যিদা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পরিচিতি

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا হস্তীবর্ষের ১৫ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হলো খাদিজা, পিতার নাম খুয়াইলদ এবং মায়ের নাম ছিলো ফাতেমা। তাঁর উপনাম উম্মুল কাসিম এবং উম্মে হিন্দ। তাঁর উপাধী ছিলো তাহেরা, সায়্যিদাতুল কুরাইশ, সিদ্দিকা এবং কুবরা, তাঁর এই শেষ উপাধীটি নামের সাথে এতো অধিকহারে বলা হয় যে, যেন এটি নামেরই একটি অংশ। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর সম্মানিতা আম্মাজান এবং জান্নাতে যুবকদের সর্দার হযরত হাসানাইন করীমাইনের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا নানীজান, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا নিজের সমস্ত সম্পদ **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে উৎসর্গ করে দেন এবং নিজের পুরো জীবন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত করেই অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবদ্দশায় **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আর কাউকেও বিবাহ করেননি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا প্রায় ২৫ বছর **হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জীবন সঙ্গী ছিলেন এবং নবুয়তের ঘোষনার দশম বছরে রমযানুল মোবারক মাসে ওফাত গ্রহণ করেন এবং জান্নাতুল মু'আলায় সমাহিত হন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net